শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (১১)

শ্রীশ্রীদুর্গা

২(এ) সিগরা
বেনারস
৯-৬-৪৫

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কাল আপনাকে যে পত্রখানা লিখিয়াছি আশাকরি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজ আবার লিখিতে বসিলাম।

সাধারণতঃ জগতে যে সকল আধ্যাত্মিক মার্গ যোগমার্গ বলিয়া পরিচিত তাহাদের সবগুলিকেই আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে যোগমার্গ বলা চলে না। অধিকাংশই হয়তো সাধন মার্গেরই প্রকার ভেদ মাত্র। কোন কোনটিতে যোগের সম্বন্ধও থাকিতে পারে। সাধনমার্গে কর্ম জ্ঞান ভক্তি আছে। যোগপথেও আছে — কিন্তু উভয়ে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। বৌদ্ধদিগের হীনযান পথটিকে সাধন পথ এবং মহাযান পথটিকে যোগপথ বলা চলে। আমাদের ষড়দর্শনের অনুসারে অনুশীলন প্রণালী সবগুলিই সাধন পথ। এমন কি প্রচলিত বেদান্ত সাধনও সাধন, যোগ নহে। পাতঞ্জল যোগও সাধন, যোগ নহে।

সাধককে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগাইতে হয়। কিন্তু যোগীকে জাগাইতে হয় না। যোগী জাগ্রৎ শক্তিই প্রাপ্ত হন। তাই যোগীর স্বকর্ম আছে একথা পূর্বে বলিয়াছি। সাধকের প্রকৃত স্বকর্ম নাই। স্বকর্ম আছে বলিয়াই যোগী ক্রিয়াশক্তির অধিকারী হন, সাধক কখনই ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন হন না। ১০৫-এই যথার্থ যোগীর স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। ১০৮ এ তাহা পূর্ণ হয়। কিন্তু সাধকের পক্ষে তাহা অসম্ভব। বস্তুতঃ ১০৫ ই অখণ্ড যোগীভাব। খণ্ড যোগী ১০৩-এই সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু গুণভেদ করিয়া মহাভাবে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত অখণ্ডভাব জাগে না। অবশ্য এই সংখ্যা যোগমার্গের, সাধন মার্গের নহে।

অন্যের দুঃখ দূর করা সাধকের জীবনের লক্ষ্য নহে কিন্তু যোগীর তাহাই একমাত্র লক্ষ্য। যোগীর এই মহালক্ষ্য আছে বলিয়াই সে ১০৪ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। যোগীগুরু যখন দীক্ষা দেন তিনি শিষ্যের অণুসকলকে এই জন্যই প্রথমে আকর্ষণ করিয়া স্বকায়াতে যোজিত করেন। ইহার চেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার আর কি হইতে পারে? শিষ্যের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। অণুগুলিই কর্ম সংস্কার ও অশুদ্ধ তড়িৎ প্রবাহ। সেগুলি শিষ্যের পরমাণু হতে সরাইয়া লইলে শিষ্যের বিশুদ্ধ পরমাণু ক্ষণমাত্রের জন্য একাকী থাকে পরমাণু নিত্য শুদ্ধ। কিন্তু অণুহীন হওয়াতে সে অচেতন হইয়া পড়ে। তারপর গুরু স্বদেহের অংশভূত বিশুদ্ধ তেজ ঐ পরমাণুর সঙ্গে যোজিত করা মাত্রই পরমাণু চেতন হয়। ইহাকেই দিব্যজ্ঞান দান বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করেন। যোগীগুরু এইভাবে প্রতি শিষ্যের মলভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সাধকের দীক্ষা কালে এইরূপ হয় না। সাধক গুরু শিষ্যের অণু গ্রহণ করেন না। শিষ্যকে স্বকায়া দানও করেন না। যাহা দেন তাহা স্বকায়ার আভাস। অবশ্য সাধক উহার অধিক ধারণ করিতে সমর্থও নহে কারণ যোগীর পরমাণুর ন্যায় সাধকের পরমাণু ধারণও যোগ্য নহে। চৈতন্যের আভাস প্রাপ্ত হইয়া সাধক শিষ্য সাধন করিতে করিতে ঐ আভাসকে শুদ্ধ চৈতন্যরূপে ফুটাইয়া তোলেন।

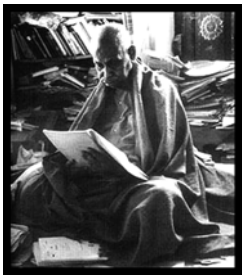
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

যোগী শিষ্যে গুরুশক্তি অবচেতনায় সক্রিয়ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। তাহারই উপর সকলভার ন্যস্ত। শিষ্য অনুকূল পুরুষকার দ্বারা তাহাকে সাহায্য মাত্র করে। সাধক শিষ্যে শিষ্যের পুরুষকার প্রধানতঃ ক্রিয়া করে। অবশ্য গুরুদত্ত শক্তি তাহার সহায়ক থাকে। সাধক শিষ্য সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ অভিমানহীন হইলে কুণ্ডলিনীর পূর্ণজাগরণ সিদ্ধ হয়। তখন অভিমান মোটেই থাকে না। একমাত্র চৈতন্যই বিরাজ করে। ইহাই সাধকের মুক্ত অবস্থা।

উভয় পথেই প্রাকৃতিক নিয়মে একটি মহান কার্য্য সিদ্ধ হয় — তাহা জগতের কল্যাণ, যদিও কণামাত্র। ঐ যে অণুগুলির কথা বলিলাম ঐগুলিই ভৌতিক জগতের সর্বস্ব। উহাদেরই

প্রভাবে জীব বিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয়, চিত্তবৃত্তি স্থির হইতে পারে না। বায়ুর আঘাতে যেমন স্থির জলে তরঙ্গ খেলে তেমনই ঐ ৪৯ অণুরূপী বায়ুর আঘাতে জীবমাত্রের মনোময় সরোবর কম্পিত হইতেছে। স্থূল জগতে নিরন্তর ঐ অণুগুলি পুষ্ট হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সাধারণ জীব যখন দেহত্যাগ করে তখনও ঐ অণুগুলি এপারেই থাকিয়া যায়। পরমাণু নিত্য বলিয়া চলিয়া যায়। অণুগুলি প্রবাহরূপে নিরন্তর এই জগতে ঘুরিতে থাকে ও জীবগণকে ঘুরাইতে থাকে। অনাদিকাল হইতে এপারের দশা এইরূপই আছে। ক্রমশঃ অণুসকলের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা mechanical affair ইহাতে অণুসকলের দোষ নাই। কারণ উহারা উহাদের গতানুগত কার্য্যই অবশভাবে করিয়া যাইতেছে। জীবেরও বস্তুতঃ দোষ নাই। যোগী এই সকল অণুকে স্বশিষ্য হইতে আকর্ষণ করাতে ও স্বদেহে যোজিত করিয়া শুদ্ধ করাতে জগতের কল্যাণ করেন। যত অধিক শিষ্যকে যিনি উদ্ধার করেন ততবেশী আত্মাতে অণুর সংস্কার হয়। সাধকের মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগরণ ধারা ঐ সকল অণুকে শুদ্ধ করে - তখন ক্রমশঃ ঐ সকল শুদ্ধ অণু তাহার পরমাণুতে মিলিত হইয়া উহাকে পুষ্ট করে। সাধন পথ ও যোগপথ উভয় এই অণুসকলের শোধনের একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া চলিতেছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তুলনায় যোগী ও সাধকের সংখ্যা কম। এইজন্য এই ক্রিয়ার প্রভাবে জাগতিক কল্যাণ যাহা হইতেছে তাহার মাত্রা অধিক নহে। সাধকের দ্বারা তো তত বেশী কার্য্য হইতেই পারে না, কারণ তাহার লক্ষ্য শুধু নিজস্বরূপে নিবদ্ধ। যোগীর দ্বারা অবশ্য অনেক হইয়া থাকে কারণ যোগী পরহিত নিষ্ঠ। তথাপি তাহাও সমুদ্রের তুলনায় কিছু মাত্র। যোগীর প্রণালীতে সমস্ত জগতের দুঃখ মোচন করা সম্ভবপর নহে। কোটি কোটি কল্পের চেষ্টার পরেও জগতের দুঃখ যেমন আছে কার্য্যতঃ তেমনই থাকিবে। কারণ অনন্ত প্রাণী হইতে পরিমিত সংখ্যক প্রাণীকে উদ্ধার করিয়া সমস্ত জগৎকে দুঃখহীন করা চলে না।

এই জন্যই একটি একটি করিয়া জীবের উদ্ধার করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সামূহিক উদ্ধার আবশ্যক। কৃপাহীন যোগমার্গ এই মহান উদ্দেশ্যেই অবতরিত হইয়াছে।

আজ আসি। কাল আবার লিখিব। ছোড়দির শরীর ভাল নয়। ভাল নয়, অর্থাৎ অলৌকিক হিসাবে। কলিকাতায় অবস্থান কাল হইতেই তাঁহার দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণ রক্তমোক্ষণ হইতেছে। প্রস্রাব, মল নিগম রুদ্ধপ্রায় - রক্ত নিগমই মুখ্য। দাঁত হইতেও প্রচুর পরিমাণে রক্ত যাইতেছে প্রত্যহ এরূপ হইতেছে। তিনি বলিতেছেন সম্ভবতঃ প্রায় ৩ মাস এইরূপ চলিবে। ইহাও শুনিতেছি কৃপাহীন যোগের ফল। তবে বলিতেছেন, ভয়ের কোন কারণ নাই। ইহা vicarious atonement রক্ত বিনা ইহা হইতে পারে না কারণ রক্তেই কর্মশক্তি। এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য আছে। অবসর মত বলিতে চেষ্টা করিব।

উভয় পত্রেরই প্রাপ্তি সংবাদ জানাইবেন শীঘ্র উত্তর দিবেন, পানুর বিষয় বোধহয় জুলাইএর প্রথম ভাগে জানা যাইবে। এখন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, VC প্রভৃতি কেহই এখানে নাই।

ইতি—

স্নেহার্থী
গোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই
শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের
সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)

"মৃত্যুচিন্তা সাধকের পক্ষে অমৃতময় রসায়ন। মৃত্যুচিন্তার ফলেই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, শঙ্করের শঙ্করত্ব, চৈতন্যের চৈতন্যত্ব। যে প্রতিমুহূর্ত্তে হৃদয়ে - দেহের, জীবন-যৌবনের নশ্বরত্ব জাগাইয়া রাখিতে পারে; মৃত্যুই দেহের অব্যর্থ পরিণাম — ধারণা করিতে পারে; যে ব্যক্তি বিচার করে — এই দেহ যে কোনো মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইতে পারে এবং জগতের যাবতীয় প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে; তাহার হৃদয়ে রিপু-ইন্দ্রিয়ের আধিপত্য থাকে না।"

—আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ